যুগান্তর

তারিখ 21 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

বেড়েই চলেছে বাংলা ভাষার দূষণ : ফাইলবন্দি সুপারিশ

কবির হোসেন

দুই বছর আগে বাংলা ভাষার শুদ্ধতা রক্ষা করতে হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নির্দেশ দিলেও নির্ভেজাল বাংলার স্থলে বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দির মিশ্রণে খিচুড়ি বাংলার ব্যবহার অবাধলীলায় চলছে সর্বত্র। গুরুচণ্ডালীর ব্যবহার তো আছেই। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা ও অবক্ষয় রোধের জন্যে করণীয় সম্পর্কে বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে সুপারিশ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

সুপারিশ : ফাইলবন্দি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গঠিত একটি কমিটি সুপারিশ করলেও সেই সুপারিশও প্রায় ছয় মাস ধরে ফাইলবন্দি হয়ে আছে হাইকোর্টে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দিনে দিনে ভাষার দূষণ বেড়েই চলেছে। ভারতীয় হিন্দি চ্যানেলের ছড়াছড়ি বাংলা ভাষার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। প্রচার মাধ্যমে বাংলা ভাষার বিকৃতি রোধের জন্য একটি তদারকি সংস্থা গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন তারা। তারা মনে করেন, ভাষার এই দূষণ রোধের জন্যে ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেকেই আগে সচেতন হতে হবে। পাশাপাশি ভাষার অবক্ষয় রোধে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অবিলম্বে কিভাবে বাংলা ভাষার অবক্ষয় রোধ করা যায় সে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে বলে তারা পরামর্শ দিয়েছেন।

২০১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি একটি জাতীয় দৈনিকে 'ভাষাদূষণ নদীদূষণের মতোই বিধ্বংসী' শিরোনামে অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের একটি লেখা প্রকাশিত হয়। ওই লেখার ওপর ভিত্তি করে হাইকোর্ট বিভাগের তৎকালীন বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী বেশ কয়েক দফা নির্দেশনা দিয়ে বাংলা ভাষার প্রতি আর যাতে কোনো আঘাত না আসে সেটা নিশ্চিত করতে বলেন। একই সঙ্গে রেডিও ও টেলিভিশনে 'বিকৃত উচ্চারণে' এবং 'ভাষা ব্যঙ্গ' করে কোনো ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার না করতে নির্দেশ দেয়া হয়। বিটিআরসির চেয়ারম্যান, সংস্কৃতি সচিব, তথ্যসচিব, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের মহাপরিচালক, সব বেসরকারি টিভি ও এফএম রেডিও'র প্রধান কর্মকর্তার প্রতি এই অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করা হয়।

স্বতঃপ্রণোদিতভাবে (সুয়োমটো) দেয়া ওই আদেশে আদালত বলেন, বাংলা ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে। এই ভাষার প্রতি আর কোনো আঘাত যাতে না আসে সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে।

এছাড়া আদালত, বাংলা ভাষার দূষণ, বিকৃত উচ্চারণ, ভিন্ন ভাষার সুরে বাংলা কথন; সঠিক শব্দ চয়ন না করা এবং বাংলা ভাষার অবক্ষয় রোধে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে— সে বিষয়ে বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করার আদেশ দেন। একই কমিটিকে একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়।

এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত কমিটির অন্যতম সদস্য বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, কমিটি একটি প্রতিবেদন গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, প্রতিবেদনটি আমাদের হাতে আসার পর পরই সেটি হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

জানা গেছে, মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানোর পর প্রতিবেদনটি এখন হাইকোর্টে ফাইলবন্দি অবস্থায় পড়ে আছে। যার কারণে ওই কমিটি কী কী সুপারিশ করেছে তাও জানার কোনো উপায় নেই। ওই সুয়োমটো রুলের শুনানির জন্য এখন সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে। পাশপাশি কমিটি যেসব সুপারিশ করেছে তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

এখনও আমরা রেডিও-টিভির সামনে বসলেই শুনতে পাই 'হ্যালো পিছিনারস', 'হ্যালো ভিউয়ার্স'সহ বাংলা ভাষার সঙ্গে বিকৃত উচ্চারণে অনেক ইংরেজি শব্দ। বাংলা ভাষার সঙ্গে অনেক হিন্দি, ইংরেজি শব্দ মিশে গিয়ে ভাষাদূষণের সৃষ্টি হচ্ছে। তথাকথিত আধুনিকতার নামে আমরা আমাদের ভাষার পরিচয়, ভাষার রূপ বদলে ফেলছি।

এ নিয়ে কথা বললে অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বৃহস্পতিবার যুগান্তরকে বলেন, তার ধারণা, ভাষার দূষণ আরও বেড়ে গেছে। আর এ সমস্যা আমাদের নিজেদেরই সমাধান করতে হবে বলে তিনি মনে করেন। বিশিষ্ট এই শিক্ষাবিদ বলেন, পড়ার সংস্কৃতি ক্রমেই শীমিত হয়ে আসছে। আমরা এখন নিজেরাও পড়ছি না, বাচ্চাদেরও পড়তে উৎসাহ জোগাচ্ছি না, এফএম রেডিও যেভাবে চলছে বা টিভিতে যেভাবে দেখাচ্ছে, শোনাচ্ছে, সেটিই আমাদের এবং বাচ্চাদের কাছে অনুকরণীয় হয়ে উঠছে।